সিনেমা রিভিউ

মাস্তানের উপর মাস্তান

'আমি ষোল বছরের বেটি, দেখতে ইলিশ মাছের পেটি, গুড়ের চেয়ে মিঠা আমি, মধুর চেয়ে খাঁটি'

সিনেমা শুরুর আগে হলের ভেতরে সব লাইট জ্বালানো থাকে। জনপ্রিয় হিন্দি গান শোনানো হয় এ সময়। কিন্তু 'মাস্তানের উপর মাস্তান' দেখতে যখন হলে ঢুকলাম তখন সব অন্ধকার। কোন গানও বাজছে না। দর্শকরা থেকে থেকে চিৎকার করছে। তারা বুঝতে পারছে না ঘটনাটি। প্রায় ৫ মিনিট পর আলো জ্বললো। লাইটম্যান জানালো, 'কারেন্ট চইলা গেছিলো। আর জেনারেটরে একটু গন্ডগোল আছে। ঐটা ঠিক করতেই সময় লাগলো।' ঢাকার অভিজাত সিনেমা হলেরই এই দশা। ছবি শুরু হলো। এই নিয়ে ভাববার খুব বেশি অবকাশ পেলাম না।

কাহিনী সংক্ষেপ : নীতিবান পুলিশ অফিসার বিপ্লব (মান্না)। ঠাকুরের (মিশা সওদাগর) আস্তানা থেকে সে উদ্ধার করে আনে পুলিশ কমিশনার রহমান (নাসির খান)-এর মেয়ে চাঁদকে (পূর্ণিমা)। পূর্ণিমার সঙ্গে প্রেম হয় মান্নার। মান্নার বোন মুক্তি (ময়ূরী)। মাসুদ (শাহীন আলম)-এর সঙ্গে প্রেম হয় তার। শাহীনের বাবাকে চাঁদাবাজ মাফিয়া মেরে ফেলে। মাফিয়া বিশিষ্ট সমাজসেবী ইমতিয়াজ লস্কর (রাজীব)-এর ছেলে। রাজীবের ডান হাত মিশা। মিশার শিষ্য পাশাকে গ্রেপ্তার করে গডফাদার রাজীবের নাম উদ্ধার করে মান্না। তাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ওদিকে মিশা খুন করে নাসির খানকে। মান্না খুলে দেয় সমাজসেবী রাজীবের মুখোশ। পতন হয় রাজীব, মিশা গ্যাং-এর।

মান্না, পূর্ণিমা সমাচার : পূর্ণিমাকে মান্না বাঁচায় ভিলেনের হাত থেকে। যথারীতি মান্নার প্রেমে পড়ে যায় পূর্ণিমা। পুলিশ ইন্সপেক্টর মান্নার সঙ্গে দেখা করতে জেলে চলে যায় পূর্ণিমা। মান্নাকে জীবন বাঁচানোর বিনিময়ে প্রতিদান দিতে চায়। মান্নার জবাব, 'প্যাকেজ নাটক দেখে এগুলো শিখেছেন নাকি?' কিন্তু পূর্ণিমা নাছোড়বান্দা। সে মান্নার জন্য নিজ হাতে রান্না করে এনেছে। মান্নাকে তা খাওয়াবে। হতভম্ব মান্না বলে ওঠে, 'জীবন বাঁচানোর বিনিময়ে অনেকে তো অনেক কিছু দেয়, আপনি খাবার আনলেন...' এতটুকু শুনেই পাশের দর্শক দাঁত কেলিয়ে দিলো। 'শালা মান্নার তো খাইছলত খারাপ। উপরে ভালোমানুষ, কিন্তু সব সময় ধান্দায় থাকে।' কি করে বুঝলেন? 'দেখলেন না কি রকম বোল্ড হইলো খাওয়া আনছে শুইনা। ও ভাবছিলো পূর্ণিমা নিজেরেই খাইতে দিবো।'

কৌতুক অংশ : ছবির হাস্যরসের জন্য আনা হয়েছিলো আফজাল শরীফকে। অকর্মণ্য পুলিশ অফিসার আফজাল সমুদ্র পাড়ে মেয়ে দেখে তার পিছু নেয়। টাকা না থাকায় নিজের সব সোনা দানা দিয়ে দেয়। মেয়েটি পরদিন তাকে ঝাউবনে আসতে বলে। মেয়েটি এলে তাকে বলে, 'আর দেরি সহ্য হইতাছে না।' গায়ের শার্ট খুলে ফেলে। মেয়েটি তাকে নিয়ে যায় সমুদ্রে। এরপর....। সিনেমায় কৌতুক অংশের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এরকম অশ্লীল উপস্থাপন আর কতদিন চলবে, তা কেউ জানে না। অশ্লীলতার কারণে একের পর এক ছবি ফ্লপ করছে, এ কথাটি আমাদের প্রযোজক-পরিচালকরা কতোদিনে বুঝবেন?

এই ছবির নায়িকা পূর্ণিমা

বীরশ্রেষ্ঠ : স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বোচ্চ অবদানের জন্য সাতজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে অন্য কারো কোনো প্রকার তুলনা হতে পারে না। 'মাস্তানের উপর মাস্তান'-এ মান্নার কাজে সহযোগিতা করার জন্য সে শাহীন আলমকে বলে, 'আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি তোমাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দিতাম।' মান্নাকে দিয়ে এরকম সংলাপ বলানোর ধৃষ্টতা পরিচালক দেখালেন কিভাবে?

গান ও দর্শক : ময়ূরী, শাহীন আলম প্রেম করছে। বাংলা ছবির অনিবার্য উপাদান হিসেবে গানও গাইছে। গানের কথাগুলো লক্ষ্য করুন। ময়ূরী গাইছে,

'আমি ষোল বছরের বেটি,
দেখতে ইলিশ মাছের পেটি
গুড়ের চেয়ে মিঠা আমি,
মধুর চেয়ে খাঁটি।'

দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল উঠলো। অনেকগুলো কারণেই তা হলো। পাশের দর্শকের কথা শুনুন, 'মিছা কতা কওনেরও তো একটা লিমিট থাকে। ওর বয়স যদি ১৬ হয়, তাইলে আমার এহনো জন্মই হয় নাই। তয় কিছু সত্যি কতাও মনে হয় কইছে। গুড়ের চেয়ে মিঠা, মধুর চেয়ে খাঁটি। গুড়, মধু একটু খাইতে ইচ্ছা করতাছে।'

পরিচালকের কাজটা কি : ছোট বেলায় পরীক্ষা দিতে যাবার আগে ছেলে-মেয়েদের বাবারা সব সময় বলতো, 'লেখা শেষ হলে অবশ্যই রিভিশন দিবি।' অনেক ভুল দেখবি তখন ধরা পড়বো।' আসলেই তাই হতো। কিন্তু বাংলা ছবির পরিচালককে এরকম উপদেশ দেবার লোক কোথায়? যেন তেন ভাবে ছবি শেষ করতে পারলেই হলো। ডাবিং টেবিল বা সম্পাদনার টেবিলেও যে পরিচালকের মন থাকে অন্য জায়গায় তা এ ছবি দেখেই বোঝা যায়। ইন্সপেক্টর মান্না বিনা দোষে ধরে এনেছে শাহীন আলমকে। হাতে পরিয়ে দিয়েছে হাতকড়া। কিন্তু যখন সে জানতে পারে শাহীন আলম নির্দোষ, তাকে ছেড়ে দেয়। শাহীন আলমও দিব্যি চলে যায়। কিন্তু হাতকড়া খোলার কথা কারো মনে পড়েনি। না মান্না, না শাহীন আলম, না পরিচালক মহোদয়ের। এই রকম একটা বড় ব্যাপার যিনি খেয়াল করেন না, পরিচালক হবার যোগ্যতা কি তার আছে? আর এরকম পরিচালকের হাতে পড়ে বাংলা চলচ্চিত্র যাবে কোন্ পথে?